কলকাতা হাইকোর্ট

(দেওয়ানী আপীল বিচারক্ষেত্র)

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী

২০১৯-এর ১৮৬ নং এস.এ.

২০১৯-এর ১ নং ক্যান

২০২৩-এর ৩ নং ক্যান

সাম্বিত সারকার

বনাম

মিনা মাল্লিচক

আপিলকারীর জন্য	শ্রী সপ্তর্ষি রায়, আইনজীবী
	শ্রী সিদ্ধার্থ রায়, আইনজীবী
	শ্রীমতি কাকলী দাস চক্রবর্তী, আইনজীবী
	শ্রী বিশ্বজিৎ সরকার, আইনজীবী
উত্তরদাতার জন্য	শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী, আইনজীবী
	শ্রী দেবজ্যোতি মণ্ডল, আইনজীবী
	শ্রীমতী অঞ্জনা দাস, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছে	১৪ শতাংশ আগস্ট, ২০২৩
রায়	৪ঠা অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী :

১. এই দ্বিতীয় আপিলটি ২০১৫ সালের ১৬ নং মালিকানা আপিলের ২ নং অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনার দ্বারা গৃহীত রায় এবং ডিক্রিটিকে অভিশংসন করে, যার ফলে ২০০৬ সালের ২৬১ নং মালিকানা মামলায় ব্যারাকপুর, উত্তর ২৪ পরগনার জ্ঞানী দেওয়ানি বিচারক (জুনিয়র বিভাগ) দ্বারা প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রিটি নিশ্চিত করে।

২. সুবিধার জন্য পক্ষগুলিকে বিজ্ঞ বিচার আদালতের সামনে সাজানো হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হবে।

৩. সংক্ষেপে বলা যায়, শ্রীমতী মিনা মল্লিক বাদী হিসেবে নির্মলা চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বলেন যে, ৩রা জুন, ২০০৫ তারিখে বারাসতের জেলা রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধিত ০০০২২৪ নং বাতিলকরণ দলিলটি বাতিল, অকার্যকর এবং বাদীর উপর বাধ্যতামূলক নয় এবং অন্যান্য প্রতিকারের মধ্যে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দাবি জানানো হয়।

৪. এটি যুক্তি দেওয়া হয় যে বিবাদী নির্মলা চৌধুরী মামলা সম্পত্তির আসল মালিক ছিলেন যার কোনও সমস্যা ছিল না এবং নিজের সম্মতিতে তিনি মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে একটি ট্রাস্ট তৈরি করেছিলেন এবং নিজেকে এবং বাদীকে যৌথ ট্রাস্টি হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন।

৫. উক্ত ট্রাস্টের দলিলটি ১৯৯১ সালের ১০ই এপ্রিল কার্যকর করা হয় এবং ট্রাস্টটি অপরিবর্তনীয় এই ঘোষণার সাথে কলকাতার অ্যাসুরেন্স রেজিস্ট্রারের অফিসে যথাযথভাবে নিবন্ধিত হয়। বাদী পরে মামলা সম্পত্তির কাছে এসে নির্মলা চৌধুরীর সাথে বসবাস শুরু করেন। মামলা সম্পত্তির ক্ষেত্রে বিবাদীর যে সঠিক মালিকানা সুদ ছিল তা ট্রাস্টি এবং যৌথ ট্রাস্টিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় এবং ট্রাস্টের দলিলের পরিপ্রেক্ষিতে মামলা প্রাঙ্গণটি উপভোগ ও দখল করতেন।

৬. বিবাদী এটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে বিবাদীর মৃত্যুর ক্ষেত্রে, তার স্বামীর সম্পত্তির উপর বসবাস করার অধিকার থাকবে এবং বাদী, আসামীর স্বামীর দেখাশোনা করার অধিকার থাকবে এবং আসামীর গুরুদেবের জন্মদিন পালন করতে হবে। স্বামীর আসামী তার আগে মারা গেছে।

৭. ২০০৬ সালের ১২ই আগস্ট কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি সুবীর কুমার মুখার্জি নামে একজন উকিলের সঙ্গে সম্পত্তি জরিপের জন্য মামলা সম্পত্তিতে আসেন এবং জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় যে বিবাদী মামলা সম্পত্তির একটি অংশ বিক্রির কথা ভাবছেন এবং তিনি ২০০৫ সালের ১৩ই জুন ট্রাস্টের দলিল প্রত্যাহার করে নেন।

৮. একতরফাভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর। এই মর্মে বিবাদীকে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল এমনকি স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানকেও অবহিত করা হয়েছিল। নোটিশ পাওয়ার পর বিবাদী কিছু দিন নীরব ছিলেন কিন্তু আবার বাদীর শান্তিপূর্ণ দখলে ব্যাঘাত ঘটাতে শুরু করেন।

৯। বাদী নির্মলা চৌধুরী লিখিত বিবৃতি দাখিল করে এই মামলার বিরোধিতা করেন। তিনি অভিযোগপত্রে করা অভিযোগ অস্বীকার করেন। তাঁর লিখিত বিবৃতিতে বিবাদী বলেন যে, তিনি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে উত্তোলনের মাধ্যমে অর্জিত সম্পত্তির ক্ষেত্রে পারিবারিক নিষ্পত্তির একটি দলিল সম্পাদন করেছেন। নিষ্পত্তির নথিতে বর্ণিত শর্তাবলী অনুসারে, বাদী বিবাদী এবং তার স্বামীর দেখাশোনা করার বাধ্যবাধকতা ছিল। কিন্তু নথি নিবন্ধনের পরপরই বাদীরা দলিলের শর্তাবলী লঙ্ঘন করে কাজ করতে শুরু করে। এমনকি তিনি বিবাদীকে মামলা সম্পত্তি থেকে বহিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন, তার উপর শারীরিক নির্যাতন করেছিলেন বিবাদী এইভাবে প্রত্যাহারের একটি নিবন্ধিত দলিল দ্বারা পারিবারিক নিষ্পত্তির দলিল প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল।

১০. উক্ত বিবাদীর মতে দলিল প্রত্যাহারের পর বাদীর মর্যাদা অনধিকার প্রবেশকারীর মর্যাদায় নামিয়ে আনা হয়। আরও যুক্তি দেওয়া হয় যে, নির্মলা চৌধুরীর জীবদ্দশায় বাদী সম্পত্তির উপর কোনও অধিকারের সুদ অর্জন করতে পারতেন না এবং বিবাদীর নিষ্পত্তি দলিল বাতিল করার ক্ষমতা ছিল

১১. আপিলকারী সম্বিত সরকার, মামলায় বিবাদী নং ২ হিসেবে নিজেকে জড়িত করেন এবং লিখিত বিবৃতি দাখিল করে মামলার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। উক্ত বিবাদী নং ২ তার আবেদনে প্রকাশ করেন যে তিনি ২৩শে জুন, ২০০৬ তারিখে দলিল নং ।-১০৭৪/৩টি বিবাদী নং ১ এর কাছ থেকে প্রায় ১ কোটা ১২ ছিটক এবং ২৪ বর্গফুট আয়তনের সম্পত্তি কিনেছিলেন এবং যখন তিনি তার নাম পরিবর্তনের পাশাপাশি ভবন পরিকল্পনা অনুমোদনের চেষ্টা করেন, তখন তিনি জানতে পারেন যে বাদীর পক্ষ থেকে পৌর কর্তৃপক্ষকে কোনও ব্যক্তির নাম পরিবর্তন না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল।

১২। গঠন করা বিষয়গুলির পক্ষগুলির যুক্তি বিবেচনা করার পরে ট্রায়াল কোর্ট শিখেছে। সাক্ষী ব্যবস্থা শুরু হওয়ার আগে বিবাদী নং ১ নির্মলা চৌধুরী ৬ ফেব্রুয়ারী, ২০১০-এ মারা যান। প্রতিস্থাপনের জন্য একটি আবেদন নিষ্পত্তি করার সময় ট্রায়াল কোর্ট ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১০-এ এই সিদ্ধান্তের সাথে শিখেছে যে বিবাদী নং ১ যেহেতু মামলা সম্পত্তিটি বিবাদী নং ২-এর কাছে হস্তান্তর করেছে এবং মামলা সম্পত্তির উপর তার কোনও অধিকার ছিল না এবং তার সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিবাদী নং ১-এর কোনও আইনী প্রতিনিধি ছিলেন না, বিবাদী নং ১-এর নাম বাদ দিয়েছিলেন এবং এইভাবে বাদীর অনুরোধের অনুমতি দিয়েছিলেন।

১৩. নথিভুক্ত প্রমাণ বিবেচনা করার পর মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট ২০০৫ সালের ৩রা জুন তারিখের প্রত্যাহারের দলিলটিকে বাতিল, নিষ্ক্রিয় এবং বাদীর উপর বাধ্যতামূলক নয় এবং আইনে প্রয়োগযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করে ডিক্রি পাস করতে পেরে খুশি হয়েছিল এবং বিবাদীর সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করার কোনও কর্তৃত্ব নেই। বিবাদীকে মামলা সম্পত্তি বা তার অংশ কাউকে হস্তান্তর বা ভাগ করে নেওয়ার থেকে বিরত রাখা হয়েছে।

১৪। বিবাদী ২০১৫ সালের ১৬ নং মালিকানা আপিলে বিদ্বান ট্রায়াল কোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি বাতিল করার একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাই দ্বিতীয় আপিল।

১৫. আইনের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের ৭ই আগস্ট দ্বিতীয় আপিলটি গ্রহণ করা হয়ঃ-

(i) প্রথম আপিল আদালতের পক্ষ থেকে নিশ্চিত বা বিপরীত করার সময় তথ্য এবং আইন উভয়ের উপর স্বাধীনভাবে তার ফলাফল রেকর্ড করা কি বাধ্যতামূলক বিচার আদালতের রায় এবং ডিক্রি?

যাইহোক, দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ১০০-এর বিধানের অধীনে প্রদত্ত এখতিয়ারের আহ্বান জানিয়ে, এই আদালত নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আইনের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন প্রণয়ন করেছেঃ

(ii) বিবাদী নং ১ নির্মলা চৌধুরীর সম্পত্তি প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি বা বিবাদী নং ২ সম্বিত সরকার নির্মলা চৌধুরীর সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন না এই বিষয়টি বিবেচনা না করে বিদ্বান প্রথম আপিল আদালত কি বিদ্বান ট্রায়াল কোর্টের রায়কে সমর্থন করতে পারে?

(iii) নথিটিকে   সহ আস্থার দলিল হিসাবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে নীচের আদালতগুলি ত্রুটি করেছে কিনা একই প্রত্যাহারের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা?

১৬.   আপীলকারীর পক্ষে বিদ্বান আইনজীবী জনাব সিদ্ধার্থ রায়, বিতর্কিত রায়কে অভিযুক্ত করে জমা দিয়েছেন যে, আপীলকারী ২৩শে জুন, ২০০৬-এ সম্পূর্ণ মামলা সম্পত্তি নয়, বরং ১ কোটি ১২ চিট্টক এবং ২৪ বর্গফুট জমি স্যুটের সম্পত্তি থেকে কিনেছিলেন।

১৭।   ক্রয়ের মাধ্যমে এটি অর্জনের পরে, আপিলকারী উক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। অতএব, জ্ঞাত ট্রায়াল কোর্টের এই রায় দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না যে আপিলকারী/বিবাদী নং ২ বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে বিবাদী নং ১-এর জুতোয় পা রেখেছিলেন।

১৮।   ১০ই সেপ্টেম্বর প্রতিস্থাপনের আবেদন নিষ্পত্তি করার সময় বিজ্ঞ বিচার আদালতের সিদ্ধান্তের দিকে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, ২০১০ যা বলেঃ-

"সুতরাং আমি মনে করি যে সিপিসি-র XX। বিধি ৪এ (২) (এ)-এর বিধান বাদী যথেষ্ট মেনে চলেছেন। এই আবেদনের বিরুদ্ধে ২ নং বিবাদী কোনও লিখিত আপত্তি দায়ের করেননি। এই পর্যায়ে রেকর্ড থেকে দেখা যায় যে ১ নং বিবাদী ইতিমধ্যে মামলা সম্পত্তি ২ নং বিবাদীকে হস্তান্তর করেছে এবং তাই, উক্ত সম্পত্তির উপর তার কোনও অধিকার নেই। এটিও প্রদর্শিত হয় যে বর্তমানে জীবিত ১ নং বিবাদীটির কোনও আইনি উত্তরাধিকারী নেই। এই পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি যে এই মামলা থেকে ১ নং বিবাদীকে বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই অতএব, বাদীর আবেদন বিবেচনা করা হয় এবং অনুমোদিত হয়। মামলার কারণ শিরোনাম থেকে ১ নং বিবাদীর নাম বাদ দেওয়া হোক এবং সেই মর্মে নিবন্ধিত মামলায় একটি নোট দেওয়া হোক। "

শ্রী রায় যুক্তি দেন যে পর্যবেক্ষণটি প্রকৃতপক্ষে ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ।

১৯। শ্রী রায়ের মতে, বাদী বিবাদীর মালিকানা দলিলকে চ্যালেঞ্জ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, বাদী দ্বারা যুক্ত আসামীর বিরুদ্ধে কখনও কোনও দাবি দায়ের করা হয়নি। প্রথম আপিল আদালত বিবেচনা করেনি যে বাদী নং ১-এর বিরুদ্ধে মামলাটি প্ররোচিত করা হয়েছিল। বাদী/উত্তরদাতার এই বিবাদী নং ২-এর বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার কারণ ছিল না, পরবর্তীকালে যিনি একমাত্র বিবাদী হয়েছিলেন। বিজ্ঞ বিচার আদালত স্বীকার করেছেন যে বিবাদী নং ১-এর সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য কোনও আইনি উত্তরাধিকারী নেই, তবুও এই যুক্তি দেওয়ার কোনও কারণ ছিল না যে বিবাদী নং ২ মামলার সম্পূর্ণ সম্পত্তি কিনে বাদীর ভূমিকায় পা রেখেছেন।

২০। বিবাদী নং ১ তখন থেকে মামলা সম্পত্তির কিছু অংশ হস্তান্তর করেছে এবং মামলা সম্পত্তির বাকি অংশ তার সাথে তার মালিক হিসাবে ধরে রেখেছে এবং যখন জানা গেছে যে ট্রায়াল কোর্টের সিভিল প্রসিডিউর কোডের আদেশ XXII রুল ৪এ-এর বিধান মেনে চলা উচিত ছিল প্রশাসক জেনারেল বা আদালতের একজন উপদেষ্টা বা এমন অন্য কোনও ব্যক্তিকে নিয়োগ করে যা আদালত মামলার উদ্দেশ্যে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করার জন্য উপযুক্ত বলে মনে করতে পারে। জনাব রায়ের মতে মামলাটি আইনের ক্রিয়াকলাপ দ্বারা প্ররোচিত হয়েছিল।

২১. উত্তরদাতার প্রতিনিধিত্বকারী বিদ্বান আইনজীবী শ্যামল চক্রবর্তী অবশ্য বলেছেন যে বিবাদী সম্বিত সরকার নিজেকে পক্ষ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। মামলাটি বিচারাধীন থাকাকালীন, বিদ্বান ট্রায়াল কোর্ট যথাযথভাবে রায় দিয়েছিল যে বাদী/উত্তরদাতার উক্ত বিবাদীর বিরুদ্ধে প্রতিকার চাওয়ার অধিকার ছিল। লার্নড ফার্স্ট আপিল কোর্টও বিদ্বান ট্রায়াল কোর্টের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত ছিল। শ্রী চক্রবর্তীর মতে নীচের বিদ্বান আদালতের সমবর্তী অনুসন্ধানগুলি কোনও হস্তক্ষেপের যোগ্য নয়।

২২. দলিলের আবৃত্তির দিকে এই আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী চক্রবর্তী কঠোরভাবে যুক্তি দেখান যে ট্রাস্টের দলিলটিকে অপরিবর্তনীয় হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, মৃত ১ নং বিবাদীর অন্য নিবন্ধিত দলিল দ্বারা দলিলটি প্রত্যাহার করার কোনও কারণ ছিল না, তাও ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২-এর ধারা ৭৮ লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে।

২৩। অতএব, প্রশ্নটি বিবেচনার দাবি রাখে যে, মৃত ব্যক্তির কার্যকলাপ এবং যার নাম মামলা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তার পরবর্তী পদক্ষেপ কি প্রশ্নবিদ্ধ করা যেতে পারে? উত্তর খুঁজতে আমাদের এই বিষয়টির গভীরে যেতে হবে যে মামলা করার অধিকার বিবাদী/আপিলকারীর উপর টিকে আছে কিনা, নাকি অন্য কথায় বিবাদী কি মৃত নির্মলা চৌধুরীর সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করতে পারে।

২৪। স্বীকারযোগ্য যে, প্রতিবাদী সম্বিত সরকার শ্রীমতী নির্মলা চৌধুরীর কাছ থেকে ১ কোট্টা ১২ ছিত্তক ২৪ বর্গফুট জমি কিনেছিলেন। তিনি একটি তলা এবং আংশিকভাবে দুটি তলা ইট দিয়ে নির্মিত বাড়ি সহ প্রায় ৩ কাঠা জমির পুরো পরিমাণ ক্রয় করেননি। অতএব, বিচক্ষণ ট্রায়াল কোর্ট এই রায় দিতে পারে না যে বিবাদী নং ১ যেহেতু তার জীবদ্দশায় পুরো সম্পত্তি বিক্রি করে মোকদ্দমায় হস্তান্তর করেছে, তাই তাকে বিবাদী নং ২ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা যেতে পারে। এটি এমনকি প্রকৃতপক্ষে ভুল।

২০. মামলার পক্ষ যখন মারা যায়, তখন প্রথম যে প্রশ্নটি বিবেচনার দাবি করে তা হল মামলা করার অধিকার টিকে থাকে কি না। যদি তা টিকে না থাকে, তাহলে দেওয়ানি কার্যবিধির ৪ নং বিধি বা ৪এ বিধির অধীনে নথিভুক্ত মৃত ব্যক্তির কোনও আইনি প্রতিনিধির অনুপস্থিতিতে মামলাটির অবসান ঘটে।

২৬. সাধারণ নিয়মে বলা হয়েছে যে মৃত্যুর সময় কোনও ব্যক্তির পক্ষে বা বিরুদ্ধে বিদ্যমান পদক্ষেপের অধিকার তার আইনী প্রতিনিধিদের কাছে বা বিরুদ্ধে বেঁচে থাকে। "আইনী প্রতিনিধি" শব্দগুলি দেওয়ানি কার্যবিধির ধারা ২ (১১) এর অধীনে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছেঃ

ধারা ২। এই আইনে, যদি না বিষয় বা প্রেক্ষাপটে অসঙ্গত কিছু থাকে,

" (১১)" "আইনী প্রতিনিধি" "অর্থ এমন একজন ব্যক্তি যিনি আইনতঃ মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির সাথে হস্তক্ষেপকারী যে কোনও ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করেন এবং যেখানে কোনও পক্ষ প্রতিনিধি চরিত্রে মামলা করে বা জারি করে সেই ব্যক্তি যার উপর সম্পত্তির হস্তান্তর হয় দলের মৃত্যুর পরে তাই মামলা করা বা মামলা করা; "

২৭। স্বীকারযোগ্য যে, শ্রী সম্বিত সরকার আইন অনুসারে যথাযথভাবে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিলের অধীনে নির্মলা চৌধুরীর কাছ থেকে মামলা সম্পত্তির একটি অংশ কিনেছিলেন। কোনও ধারণার দ্বারা তিনি মৃত নির্মলা চৌধুরীর সম্পত্তির প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বলে বলা যায় না। হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৮৮২-এর ১৫ ধারা সাপেক্ষে মৃত নির্মলা চৌধুরীর ভাগ্নি বাদী নির্মলা চৌধুরীর আইনী প্রতিনিধি হতে পারেন, তবে সম্বিত সরকার নন। সিভিল প্রসিডিউর কোডের অর্ডার XXII রুল ১০-এর বিধানের এই মামলায় কোনও আবেদন করার উপায় নেই।

২৮। অতএব, আমি মনে করি যে সম্বিত সরকার, যুক্ত আসামী, যিনি একমাত্র আসামী হয়েছিলেন, তাঁকে বিচারিক আদালত এবং প্রথম আপিল আদালত দ্বারা নির্মলা চৌধুরীর আইনি প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচনা করা যেত না।

২৯. **পি. মুরালি নরসিম্হুলু (মৃত) বাই এল. আর. এস. বনাম. চিন্দত্তলা নরসিম্হোলু (২০১০)** ১২ স্কেল ৬১৩:: এয়ার অনলাইন ২০১০ এসসি ৩৫৬-এ রিপোর্ট করেছেন, মাননীয় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেঃ-

> *"উপরে যা বলা হয়েছে, তা থেকে এটা স্পষ্ট যে দ্বিতীয় আপিলের শুনানি হয়েছিল এবং সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যখন উচ্চ আদালতে আপিলের সমস্ত উত্তরদাতারা মারা গিয়েছিলেন এবং তাদের কাউকেই উত্তরাধিকারী হিসাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। কেবল এই কারণেই আপিলের অধীনে আসা রায়টি টেকসই নয় এবং এটি বাতিল করা হয়েছে*

৩০. **এ. আই. আর ১৯৯৯ এস. সি. ডব্লিউ ৪৭০৯-এ রিপোর্ট করা এস. এম. টি. লীলাবাই বনাম রাজারাম ও আরেকজন.-এ** মাননীয় শীর্ষ আদালত রায় দিয়েছেনঃ-

> *৩. আইনি অবস্থান স্পষ্ট। মামলার বাদী নাবালক ছিল। সে তার বাবার সাহায্য নিয়ে পরবর্তী বন্ধু হিসাবে মামলা করেছিল। নাবালকের মৃত্যুর পর, পরবর্তী বন্ধুর প্রয়োজন অদৃশ্য হয়ে যায়। পরবর্তী বন্ধু তখন থেকে নাবালকের অভিভাবক হিসাবে কাজ করতে পারে না। নাবালকের সম্পত্তি নিশ্চিতভাবে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া যেত।*

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন, ১৯৫৬ অধীনে, হিন্দু পুরুষের মা হলেন প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী। এইভাবে নাবালকের সম্পত্তি উত্তরাধিকারসূত্রে তার মায়ের হাতে চলে যায়। তার মা মামলা মোকদ্দমা সম্পর্কে নীরব ছিলেন। এর ফলে যৌক্তিকভাবে নিম্ন আপিল আদালতে আপিলটি অযোগ্য এবং অনুসরণ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। নাবালকের মৃত্যুর তত্ত্বাবধানমূলক ঘটনার কারণে আপিল চালিয়ে যাওয়ার আদালতের ক্ষমতা প্রত্যাহার হয়ে যায়। তাই আমরা মনে করি যে নিম্ন আপিল আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় এবং ডিক্রি আইন অনুসারে ছিল না। উভয়ই বাতিল করার যোগ্য XXXX অবস্থানের এই বোঝার উপর, আমরা এই আপিলের অনুমতি দিই, বাদীর মামলা খারিজ করে হাইকোর্টের পাশাপাশি নিম্ন আদালতের রায় এবং ডিক্রি বাতিল করে দিই কিন্তু খরচ হিসাবে কোন আদেশ ছাড়া।"

৩১। অভিযুক্ত রায়ের সমর্থনে শ্রী চক্রবর্তী বলেন যে, দলিলের নিষেধাজ্ঞার কারণে নির্মলা চৌধুরী ট্রাস্টের দলিল প্রত্যাহার করতে পারতেন না। ১৮৮২ সালের ভারতীয় ট্রাস্ট আইনের ৭৮ ধারার বিধানের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছেঃ-

"৭৮. ট্রাস্ট প্রত্যাহার।-উইল দ্বারা তৈরি একটি ট্রাস্ট পরীক্ষকের ইচ্ছায় প্রত্যাহার করা যেতে পারে। অন্যথায় তৈরি একটি ট্রাস্ট কেবল প্রত্যাহার করা যেতে পারে-

(ক) যেখানে সমস্ত সুবিধাভোগী চুক্তি করতে সক্ষম-তাদের সম্মতিতে;

(খ) যেখানে ট্রাস্টটি একটি অ-টেস্টামেন্টারি উপকরণ দ্বারা বা মৌখিকভাবে ঘোষণা করা হয়েছে-ট্রাস্টের লেখকের কাছে স্পষ্টভাবে সংরক্ষিত প্রত্যাহারের ক্ষমতা প্রয়োগ করে; অথবা

(গ) যেখানে ট্রাস্টটি ট্রাস্টের লেখকের ঋণ পরিশোধের জন্য, এবং ঋণদাতাদের কাছে জানানো হয়নি-ট্রাস্টের লেখকের আনন্দ। "

৩২। আমার বিনীত মতে, যেহেতু বাদী সুবিধাভোগী ছিলেন না,বরং যৌথ ট্রাস্টিদের মধ্যে একজন, ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২-এর ধারা ৭৮

এই ক্ষেত্রে কোনও প্রয়োগের উপায় নেই। সুতরাং ২০০৯ সি. ডব্লিউ. এন ৯১৯-এ রিপোর্ট করা **শ্রীমতি শিখা দাস ও অন্যান্য বনাম শ্রী জিতেন্দ্র কুমার বোরাল ও অন্যান্যদের** ক্ষেত্রে এবং ২০২৩-এ রিপোর্ট করা **চেতন কৌর বনাম জসপ্রিত সিং ও অন্যান্যদের** ক্ষেত্রে জনাব চক্রবর্তীর উপর নির্ভর করা রায়গুলি **(৩) আই. সি. সি ৬১৫** কোনও সাহায্য করে না।

৩৩. দলিলটি সরলভাবে পড়ার পরে, তা ট্রাস্ট দলিল বা নিষ্পত্তির দলিলই হোক না কেন, প্রদর্শ-১-এ এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে প্রেসেন্টিতে কোনও প্রবণতা ছিল না। নির্মলা চৌধুরীর মৃত্যুর পরে, যেমনটি দলিল প্রদর্শ-১-এ বলা হয়েছে, বাদী সম্পত্তির অধিকার, মালিকানা সুদ অর্জন করতে পারতেন। স্বভাবের এই প্রকৃতি নির্দেশ করে যে দলিলটি একটি উইল ইন ট্রাস্ট, যা সর্বদা উইলকারীর ইচ্ছায় প্রত্যাহারের জন্য উন্মুক্ত।

৩৪. এমনকি যে কোনও কারণে দলিল প্রত্যাহার নিষিদ্ধ করার ধারাটিও নথির প্রকৃতি পরিবর্তন করবে না, যদি না প্রেসেন্টিতে স্বভাব থাকে। এই বিষয়ে আমরা **পি. কে. মোহন রাম বনাম বি. এন. অনন্তচারী ও অন্যান্য.-এর এ. আই. আর ২০১০ এস. সি ১৭২৫**-এ প্রদত্ত রায়টি লাভজনকভাবে ব্যবহার করতে পারি, যেখানে বলা হয়েছেঃ-

> *"১৬. রামস্বামী নাইডু বনাম গোপালকৃষ্ণ নাইডু (উপরে) মামলায়, হাইকোর্ট নির্মাণের জন্য নিম্নলিখিত বিস্তৃত পরীক্ষাটি নির্ধারণ করেছে নথিঃ*
>
> *একটি উইল কী গঠন করে এবং একটি নিষ্পত্তি কী গঠন করে সে সম্পর্কে বিস্তৃত পরীক্ষা বা বৈশিষ্ট্যগুলি বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে লক্ষ্য করা গেছে। তবে নথিটি একটি উইল বা উপহার গঠন করে কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য প্রধান পরীক্ষাটি হল সম্পত্তিগুলিতে সুদের প্রবণতা বসতি স্থাপনকারীদের পক্ষে কিনা বা স্বভাবটি নির্বাহকের মৃত্যুর উপর কার্যকর হবে কিনা তা দেখা। যদি নির্বাহকের মৃত্যুর পর এই নিষ্পত্তি কার্যকর হয়, তাহলে তা হবে একটি ইচ্ছাপত্র।*

সাধারণ নীতিটিও হল যে দলিলটি সম্পূর্ণরূপে পড়া উচিত এবং দলিলের সারবস্তুই গুরুত্বপূর্ণ, পক্ষগুলি যে ফর্ম বা নামকরণ গ্রহণ করেছে তা নয়। দলিলের বিভিন্ন ধারাগুলি কেবল নির্বাহকের স্বার্থের তাৎক্ষণিক বিচ্ছিন্নতা ছিল কিনা বা নির্বাহকের মৃত্যুর পরে বিচ্ছিন্নতা কার্যকর হওয়ার কথা ছিল কিনা তা খুঁজে বের করার জন্য একটি নির্দেশিকা।

যদি বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত ধারাটি স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থক হয়, তবে অন্যান্য ধারাগুলির বেশিরভাগই অকার্যকর এবং ব্যাখ্যাযোগ্য হবে এবং বিচ্ছিন্নতার প্রকৃতি পরিবর্তন করতে পারবে না। উদাহরণস্বরূপ, কোনও কারণে দলিল বাতিল নিষিদ্ধ করার ধারাটি যদি নথির অধীনে কোনও বিচ্ছিন্নতা না থাকে তবে নথির প্রকৃতি পরিবর্তন করবে না।

৩৫. নির্মলা চৌধুরীর সম্পত্তি, যেহেতু মৃত ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করা হয়নি, তাই তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। মৃত নির্মলা চৌধুরী কোনও আইনি উত্তরাধিকারীর অনুপস্থিতিতে প্রশাসক জেনারেলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারতেন, তবে বিবাদী নং ২ দ্বারা নয়। অতএব, মামলাটি নির্মলা চৌধুরীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

৩৬. মামলা সম্পত্তির অংশের উপর আসামী/আপিলকারীর স্বার্থ ভারতীয় ট্রাস্ট আইন, ১৮৮২-এর ধারা ৬৪-এর অধীনে সুরক্ষিত থাকবে যা বলেঃ-

"৬৪. নির্দিষ্ট কিছু হস্তান্তরকারীর অধিকার রক্ষা করা।-ধারা ৬৩-এর কোনও কিছুই সুবিধাভোগীর হাতে সম্পত্তির বিষয়ে কোনও অধিকারের অধিকারী করে না।

(ক) একজন হস্তান্তরকারী, ট্রাস্টের নোটিশ ছাড়াই বিবেচনার জন্য সৎ বিশ্বাসে, হয় যখন ক্রয়-অর্থ প্রদান করা হয়েছিল, অথবা যখন পরিবহণ কার্যকর করা হয়েছিল, অথবা

(খ) এই ধরনের হস্তান্তরকারীর কাছ থেকে বিবেচনার জন্য একজন হস্তান্তরকারী। ট্রাস্টি সম্পত্তি সংযুক্ত ও ক্রয়কারী ট্রাস্টির একজন রায়-ঋণদাতা এই ধারার অর্থের মধ্যে বিবেচনার জন্য হস্তান্তরকারী নন। ধারা ৬৩-এর কোনও কিছুই এমন কোনও প্রামাণিক ধারকের হাতে থাকা অর্থ, মুদ্রা নোট এবং দরকষাকষির উপকরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যার কাছে তারা প্রচলন করেছে, বা ভারতীয় চুক্তি আইন, ১৮৭২ (১৮৭২-এর ৯), ধারা ১০৮-কে প্রভাবিত করে বলে মনে করা হবে, বা এমন কোনও ব্যক্তির দায়বদ্ধতা যার কাছে ঋণ বা চার্জ রয়েছে স্থানান্তরিত হয়। "

৩৭. এই পরিস্থিতিতে, আমি মনে করি যে বিতর্কিত রায় এবং ডিক্রি হস্তক্ষেপকে বিকৃত হওয়ার নিশ্চয়তা দেয় এবং এটিকে কার্যকর থাকতে দেওয়া উচিত নয় এবং এটি বাতিল করা উচিত, যা আমি সেই অনুযায়ী করি। ফলস্বরূপ, আবেদনটি সফল হয় এবং মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। মুলতুবি আবেদনগুলি, যদি থাকে, নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

৩৮. নিম্ন আদালতের রেকর্ড সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে বিজ্ঞ বিচার আদালতে পাঠানো হোক।

৩৯. এই রায়ের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে উপলব্ধ করা উচিত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি সিদ্ধার্থ রায় চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly